পবিত্র কোরআনে হযরত ইউনুস(আঃ) ও তার কওম

তাফহিমুল কুরআনের ব্যখ্যা

ইউনুস

হযরত ইউনুস(আঃ) যাকে বাইবেলে যোনা নামে উল্লেখ করা হয়েছে।এবং যার সময়কাল খৃষ্টপুর্ব ৮৬০ থেকে ৭৮৪ সালের মাঝামাঝি সময়। তিনি বনী ইস্রাইলী নবী ছিলেন।তবুও তাকে আসীরিয়াবাসীদের হেদায়েতের জন্য ইরাকে পাঠানো হয়েছিল। আসীরিয়াবাসী ইউনুসের কওম।এ কওমের কেন্দ্র ছল নিনোভা নগরী।এ নগরীর ধ্বংসাবশেষ আজও বিস্তৃত এলাকা জুড়ে বিদ্যমান।দজলা নদীর পূর্ব তীরে আজকের মুসেল শহরের ঠিক বিপরীত দিকে এ ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এ এলাকায় ইউনুস নবী নামে একটি স্থান আজও বর্তমান। রাজধানী নিনোভা(Ninova) প্রায় ৬০ বর্গমাইল জুড়ে বিস্তৃত।

আযাবের ফায়সালা হয়ে যাবার পর কারোর ঈমান আনা তার জন্য উপকারী হয় না।আল্লাহ তাঁর এই আইন থেকে ইউনুসের কওমকে কোন কোন কারণে নিষ্কৃতি দেন তা নিশ্চয়তার সাথে বলা সম্ভম নয়। ইউনুস যখন সংশ্লিষ্ট জাতির জন্য নির্ধারিত অবকাশের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উপদেশ বিতরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারেন নি এবং আল্লাহর নির্ধারিত সময়ের আগেই নিজ দায়িত্বে হিজরত করে চলে গেছেন, তখন আল্লাহর সুবিচার নীতি এ জাতিকে আযাব দেয়া সমিচীন মনে করেননি।

ঈমান আনার পর এ জাতিটির আয়ু বাড়িয়ে দেয়া হলো। কিছুকাল পরে তারা আবার চিন্তা ও কাজের ক্ষেত্রে ভূল পথে পা বাড়াতে শুরু করলো। তাদেরকে সতর্ক করার জন্য ইউনুসের পরেও দু'জন নবী এসেছিলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদের উপর মিডিয়াবাসীর আগ্রাসন সংঘটিত করলেন।আসিরীয় সেনাদল পরাজিত হয়ে রাজধানী নিনোভায় অন্তরীণ হলো।দজলায় এলো বন্যা।নগর প্রাচীর ধ্বসে পড়লো। আক্রমণকারীরা পুরো শহর জ্বালিয়ে দিল। আসিরিয়ার বাদশাহ্ নিজের মহলের আগুনে পুড়ে মারা গেল। আসিরীয় রাজত্ব ও সভ্যতার ইতি ঘটলো চিরকালের জন্য।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা ইউনুস

১।তবে ইউনুসের কওমের কথা ভিন্ন। তারা ছাড়া কোন জনপদের অধিবাসীরা কেন এমন হলো না যে, তারা ঈমান আনতো এবং তাদের ঈমান তাদের উপকারে আসতো? তারা যখন ঈমান এনেছিলো আমরা তাদের থেকে পার্থিব জীবনের লাঞ্ছনাকর আযাব দূর করে দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে ভোগ বিলাসের সামগ্রী সরবরাহ করেছিলাম।

সুরা ১০ ইউনুস, আয়াতঃ৯৮

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ (98)

সুতরাং এমন কোন জনপদই ঈমান আনেনি যে, তাদের ঈমান আনয়ন উপকারী হয়েছে, ইউনুসের কওম ছাড়া, যখন তারা ঈমান আনলো, তখন আমি তাদের থেকে পার্থিব জীবনে অপমানজনক শাস্তি বিদুরিত করে দিলাম এবং তাদেরকে সুখ-সাচ্ছন্দে থাকতে দিলাম এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত।

সুরা ইউনুসের এই একটি আয়াতই ইউনুস সংক্রান্ত উল্লেখিত হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল আম্বিয়া

২। স্মরণ করো মাছওয়ালার (ইউনুসের) কথা। সে গোস্বা নিয়ে বের হয়ে গিয়েছিলো এবং ধারণা করেছিলো আমরা তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবনা। কিনতু পরে সে অন্ধকার থেকে আমাদের ডেকে বলেছিলো প্রভু তুমি ছাড়া কোন উদ্ধারকারী নেই। তুমি পবত্র মহান। আমি তো যালিম, অন্যায়কারী।

সুরা ২১ আল আম্বিয়া, আয়াতঃ ৮৭

وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87)

আর (স্মরণ কর)যুন-নুন (ইউনুস)-এর কথা, যখন তিনি ক্রধোভরে বের হয়ে গিয়েছিলেন এবং মনে করেছিলেন আমি তার উপর কোন ক্ষমতা রাখি না; অতঃপর তিনি অন্ধকার হতে সত্য আহ্বান করেছিলেনঃ আপনি ছাড়া কোন (সত্য) মা'বুদ নেই; আপনি পবিত্র, মহান; আমিতো অত্যাচারীদের একজন।

৩। ফলে আমরা তার ডাকে সাড়া দিয়েছি এবং তাকে উদ্ধার করেছি দুশ্চিন্তা থেকে।এভাবেই আমি নাজাত দিয়ে থাকি মুমিনদের।

সুরা ২১ আল আম্বিয়া, আয়াতঃ ৮৮

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ (88)

তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম, আমি তাকে উদ্ধার করেছিলাম দুশ্চিন্তা হতে এবং এভাবেই আমি মু'মিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আস সাফ্ফাত

৪।ইউনুস অবশ্যই রসুলদের একজন।

সুরা ৩৭ আস সাফ্ফাত, আয়াতঃ ১৩৯

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (139)

আর ইউনুসও(আঃ) ছিলেন রাসুলদের একজন।

৫। স্মরণ করো, যখন সে পালিয়ে এসে বোঝাই করা নৌযানের কাছে পৌঁছালো।

সুরা ৩৭ আস সাফ্ফাত, আয়াতঃ১৪০

إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (140)

যখন তিনি পলায়ন করে বোঝাই নৌযানে পৌছিলেন।

৬।তারপর সে লটারীতে যোগ দিল, এবং পরাজিত হলো।

সুরা ৩৭ আস সাফ্ফাত, আয়াতঃ ১৪১

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (141)

অতঃপর সে লটারীতে যোগদান করলো এবং পরাভূত হলো।

৭।ফলে তাকে ফেলে দিল দরিয়ায়, এবং একটা বিশাল মাছ তাকে গিলে ফেললো তখন সে নিজেকে তিরস্কার করতে থাকলো।

সুরা ৩৭ আস সাফ্ফাত, আয়াতঃ১৪২

فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (142)

পরে এক বৃহদাকার মৎস্য তাকে গিলে ফেললো, তখন তিনি নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলেন।

৮। সে যদি আল্লাহর তসবীহ ঘোষণাকারী না হতো।

সুরা ৩৭ আস সাফ্ফাত, আয়াতঃ১৪৩

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (143)

তিনি যদি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করতেন,

৯।তাহলে তাকে তার পেটেই থাকতে হতো পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।

সুরা ৩৭ আস সাফ্ফাত, আয়াতঃ১৪৪

لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ (144)

তাহলে তাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত থাকতে হতো ওর উদরে।

১০। তখন আমরা তাকে নিক্ষেপ করলাম এক তরুলতা বিহীন প্রান্তরে এবং তখন ভীষণ অসুস্থ ছিল সে।

সুরা ৩৭ আস সাফ্ফাত, আয়াতঃ ১৪৫

فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ (145)

অতঃপর আমি ইউনুস(আঃ)কে নিক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে এবং তিনি ছিলেন রুগ্ন।

১১। আমরা তার উপর উদগত করে দিলাম একটি লাউ গাছ ।

সুরা ৩৭ আস সাফ্ফাত, আয়াতঃ ১৪৬

وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ (146)

পরে আমি তার উপর একটি লতাবিশিষ্ট গাছ উৎপন্ন (লাউ গাছের মত)করলাম।

১২।তারপর আমরা তাকে পুনরায় পাঠালাম একলাখ বা তার চাইতে বেশী লোকের জনপদে।

সুরা ৩৭ আস সাফ্ফাত, আয়াতঃ ১৪৭

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (147)

তাকে আমি লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম।

১৩। তখন তারা ঈমান আনলো, ফলে আমরা তাদেরকে কিছুকালের জন্যে জীবন ভোগ করতে দিয়েছিলাম।

সুরা ৩৭ আস সাফ্ফাত, আয়াতঃ১৪৮

فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ (148)

এবং তারা ঈমান এনেছিল; ফলে আমি তাদেরকে কিছুকালের জন্যে জীবনোপভোগ করতে দিলাম।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল কলম

১৪। তোমার প্রভুর হুকুমের অপেক্ষায় সবর করো, মাছওয়ালার(ইউনুসের)মতো (অধৈর্য) হয়ো না। সে চরম হতাশায় আচ্ছন্ন অবস্থায় (আমাকে বিনীতভাবে) ডেকেছিল।

সুরা ৬৮ আল কলম, ৪৮

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ (48)

অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর তোমার রবের নির্দেশের অপেক্ষায়, তুমি মাছওয়ালার (ইউনুস আঃ)ন্যায়(অধৈর্য) হয়ো না, সে চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় ডেকেছিল।

১৫। তার প্রভুর অনুগ্রহ তার কাছে না পৌছালে সে চরম লাঞ্ছিত অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হতো উন্মুক্ত প্রান্তরে।

সুরা ৬৮ আল কলম, আয়াতঃ ৪৯

لَّوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ (49)

তার রবের অনুগ্রহ তার নিকট না পৌছলে সে অপমানিত হয়ে নিক্ষিপ্ত হতো খোলা প্রান্তরে।

১৬। তারপর তার প্রভু তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে তাঁর সালেহ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

সুরা ৬৮ আল কলম, আয়াতঃ ৫০

فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (50)

পরিশেষে তার রব তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আল্লাহর পাকড়াও থেকে নবী, নবী স্ত্রী, নবী পুত্র কেহই রেহাই পায় নি। আসুন আমরা সতর্ক হয়ে যাই, আল্লাহর সাথে শিরক না করি।খালেসভাবে তার ও তাঁর রসুলের নির্দেশিত পথে জীবন পরিচালনা করি। আল্লাহর অশেষ করুণা ও রহমত আমাদের একান্তই কাম্য। আশা করা যায় আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করে দেবেন। আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....